কালের কণ্ঠ

তারিখ ··· 25 JAN 2016 ···
পৃষ্ঠা ··· কলাম ···

‘বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় অর্থসহায়তা দরকার’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা যে একেবারেই হচ্ছে না তা নয়। তবে মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করছে। অর্থ সংকট ও শিক্ষকদের মধ্যে উদ্যমের অভাবের কারণে গবেষণাকাজ এগোচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা কয়েক গুণ বাড়াতে হবে। গবেষণা হলো মৃত বিষয়কে জীবিত করে তোলার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে রাজনৈতিক কারণে গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তায় অন্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে। বেসরকারি খাত আর্থিক সহায়তা দিলে কর্তৃপক্ষ তা সাদরে গ্রহণ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সাবেক এই শিক্ষার্থীরাও যদি একটু এগিয়ে আসে, তাহলে গবেষণায় অনেক কিছু আমরা অর্জন করতে পারি।’ শনিবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো পূর্বাপরে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

সাংবাদিক সাদেকুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ।

আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ‘১৯২১ সালের ১ জুলাই দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাঙালি জাতির ভাষা ও স্বাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনেও নেতৃত্ব দেয় দেশসেরা এ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাসে গবেষণা কার্যক্রমে দারুণ সাফল্যের ইতিহাসও রয়েছে। সেই সময়ের গবেষক ও শিক্ষকদের নতুন আবিষ্কার ও চিন্তা আলোড়ন তোলে বিশ্বজুড়ে। কিন্তু প্রায় শত বছরে পা রাখা এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্প্রতিক গবেষণা বছরগুলোয় বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভাবনে যা সাফল্য এসেছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল তার চেয়েও বেশি।’

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক বলেন, একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ৩৭টি গবেষণাকেন্দ্রের কোনোটিই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছে না। কিন্তু প্রতিবছরই সমান অর্থ বরাদ্দ পেয়ে যাচ্ছে এসব গবেষণা খাত। বিশ্বজুড়ে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভাবনের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে উচ্চশিক্ষার এ প্রতিষ্ঠান। ফলে গবেষণার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পিছিয়ে পড়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

জবাবে এস এম এ ফায়েজ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় আর দশটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো নয় যে এখানে মুহূর্তের মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান টাকার বিনিময়ে করা যাবে। অনেক সমস্যা থাকার পরও আমাদের ছেলেমেয়েরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বাইরে গিয়ে ভালো করছে। কারণ হলো এখানে ভর্তিতে জিরো টলারেন্স দেখানো হয়। কারো কথায় ভর্তির কোনো সুযোগ নেই।’ গবেষণা বিষয়ে তিনি বলেন, ‘গবেষণাকেন্দ্রে গবেষণার নামে সেমিনার করেই দায়িত্ব শেষ করা হয় অনেক সময়। আবার বেশ কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সারা বছরেও কোনো সেমিনারের আয়োজন করা হয় না। অথচ বরাদ্দ দেওয়া অর্থ ঠিকই খরচ হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আরো মনোযোগী হতে হবে।’

সাবেক উপাচার্য আরো বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদটি অবকাঠামোগতভাবে বেশ সমৃদ্ধ হলেও এখানে গবেষণাকাজের জন্য পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের জন্য সুযোগের অভাব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অন্য লাভজনক প্রতিষ্ঠানে তাঁদের কাজ করার ফলে গবেষণা কার্যক্রমে গতি কমে আসছে। এতে প্রায় ৩০টি প্রকল্প চালু থাকলেও মৌলিক গবেষণায় স্থবিরতা রয়েছে বলে গবেষকরা জানান। বোস সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস কেন্দ্রটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উন্নত গবেষণার জন্য ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। চলতি অর্থবছরে এ কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আট লাখ টাকা। গত সেশনে এ কেন্দ্র থেকে ১২টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করা হয়েছে। তবে এগুলোর কোনোটিই মৌলিক গবেষণা নয়।’

এ পর্যায়ে সঞ্চালক বলেন, গবেষণা কার্যক্রমে পিছিয়ে পড়ার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে স্পেনভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপে বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান তৃতীয়। ‘ওয়েব ও মেট্রিকস’ ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশের সেরা ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৬তম। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশে সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হয়।

জবাবে আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা যে একেবারেই হচ্ছে না তা নয়। তবে মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করছে। অর্থ সংকট ও শিক্ষকদের মধ্যে উদ্যমের অভাবের কারণে গবেষণাকাজ এগোচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা কয়েক গুণ বাড়াতে হবে। গবেষণা হলো মৃত বিষয়কে জীবিত করে তোলার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে রাজনৈতিক কারণে গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে সহায়তার হাত বাড়াতে হবে।’